R. N. No. 2532/57 Ph. : 266228 (P.), 267228 (Resi.)/STD 03483 P. Regd. No. WB/MSD-05

আধুনিক ডিজাইনের
আলমারী, চেয়ার, টেবিল,
খাট, সোফা ইত্যাদি
যাবতীয় ফার্নিচার বিক্রেতা
বি কে
ষ্টীল ফার্নিচার
রঘুনাথগঞ্জ ।। মুর্শিদাবাদ
ফোন নং—২৬৭৫২৪

জঙ্গিপুর সংবাদ

সাপ্তাহিক সংবাদ-পত্র
Jangipur Sambad, Raghunathganj, Murshidabad (W. B)
প্রতিষ্ঠাতা—স্বর্গত শরৎচন্দ্র পণ্ডিত (দাদাঠাকুর)
প্রথম প্রকাশ : ১৯১৪

জঙ্গীপুর আরবান কো-অপঃ
ক্রেডিট সোসাইটী লিঃ
রেজি নং—১২ / ১৯৯৬-৯৭
(মুর্শিদাবাদ জেলা সেন্ট্রাল
কো-অপারেটিভ ব্যাঙ্ক
অনুমোদিত)
ফোন : ২৬৬৫৬০
রঘুনাথগঞ্জ ।। মুর্শিদাবাদ

৯২শ বর্ষ
৩৩শ সংখ্যা
রঘুনাথগঞ্জ ১৯শে পৌষ, বুধবার, ১৪১২ সাল।
৪ঠা জানুয়ারী ২০০৬ সাল।
নগদ মূল্য : ১ টাকা
বার্ষিক : ৫০ টাকা

সাগরদীঘি বিডিও অফিসে এলোপাথারি দুর্নীতি চললেও দেখার কেউ নেই

নিজস্ব সংবাদদাতা ঃ সাগরদীঘি বিডিও অফিসে নানা দুর্নীতি মাথাচাড়া দিয়ে উঠেছে। সেখানে কিছুদিন আগে গত বছরের বন্যায় ক্ষতিগ্রস্ত মানুষদের মধ্যে বাড়ী তৈরীর টাকা দেয়া হয়। অভিযোগ—এমন কিছু লোক এই টাকা পেয়েছে যাদের আদৌ বাড়ী ভাঙেনি। অনেকে পাকা বাড়ীতে বাস করে, কেউ কেউ চাকরীজীবী বা পেনসনভোগী। আবার অনেক মৃত বা ভুয়া ব্যক্তির নামেও টাকা বিলি দেখানো হয়েছে। আরও অভিযোগ, এইসব নামের তালিকা নিয়ে গ্রাম সংসদে কোন আলোচনা না করে কয়েকজন প্রধানকে হাত করে গোপনে কাজটা করেন রিলিফ অফিসার সুভাষ সরকার ও ঐ দপ্তরের কেরানী সঞ্জয় সাহা। সঞ্জয় সাহার বিরুদ্ধে ভিজিলেন্স তদন্ত চলা সত্ত্বেও কেন তাঁকে বিডিও আর্থিক লেনদেনের দায়িত্বে যুক্ত করলেন এটাও রহস্যজনক। এ প্রসঙ্গে বিডিওর বক্তব্য, 'প্রত্যেক দপ্তরের পৃথক পৃথক দায়িত্ব থাকে। বন্যায় ক্ষতিগ্রস্তদের বাড়ী তৈরীর নামের তালিকা প্রস্তুত বা টাকা বিলির দায়িত্ব রিলিফ দপ্তরকে দেয়া হয়। কার বিরুদ্ধে ভিজিলেন্স তদন্ত চলছে সেটা দেখার অধিকার আমার নেই।' 'পাকা বাড়ীতে বাস করেও অনেকে গৃহহীনের লোন আদায় করেছে বলে আমাদের কাছে খবর আছে' প্রশ্নের উত্তরে বিডিওর বক্তব্য, 'অন্যের বাড়ীতে আশ্রিতা কেউ কেউ এই লোন পেয়েছেন। সেটা আমরা তদন্ত করেই মঞ্জুর করেছি।' বিডিওর কাছে প্রশ্ন করা হয় তাঁর দপ্তরের জনৈক কর্মী গৌরীপতি চ্যাটার্জীর বিরুদ্ধে ২০০০ সালে দপ্তর থেকে চল্লিশ হাজার টাকা চুরির অভিযোগ ওঠে। তৎকালীন বিডিওর চাপে টাকাও তিনি ফেরৎ দেন। এই অসাধুতার জন্য গৌরীপতিবাবুর হাত থেকে সব ক্ষমতা কেড়ে নেয়া হয়েছিল। সেই কর্মীকেই আবার আর্থিক লেনদেনের কাজে নিযুক্ত করা হলো কিভাবে? বিডিওর বক্তব্য, 'গৌরীপতিবাবুকে মাটি কাটার কাজে পে মাস্টারের দায়িত্ব দেয়া হয়েছিল। অনেক-

দিন কাজ শেষ হলেও তিনি হিসাবপত্র বুঝিয়ে দিতে অযথা টালবাহানা (শেষ পৃষ্ঠায়)

ফিডার ক্যানেলের ধার বরাবর রাস্তা মানুষের যাতায়াতের অযোগ্য হলেও ব্যারেজ কর্তৃপক্ষ নীরব

নিজস্ব সংবাদদাতা ঃ ফিডার ক্যানেলের ধার বরাবর ফরাক্কা থেকে আহিরণ পর্যন্ত রাস্তাটি একদম চলাচলের অযোগ্য হয়ে পড়েছে। সুতী থানার চাঁদপুর ব্রীজ থেকে আহিরণ জাতীয় সড়ক পর্যন্ত রাস্তায় এলাকার মানুষ নিরুপায় হয়ে যাতায়াত করেন। জানা যায়, ফরাক্কা ব্যারেজ কর্তৃপক্ষ দীর্ঘ কয়েক বছর আগে ফিডার ক্যানেল তৈরীর সময় তার ধার বরাবর রাস্তাটি তৈরী করে। তারপর রাস্তার তত্ত্বাবধানে আর হাত পড়েনি। অথচ বসন্তপুর, সরলা, লোকাইপুর, কানাইঘাট, ওমরপুর, শোভারঘাট, বাহাগলপুর, ওমরাপুর, সাহাজাদপুর, বাউরীপুনি, মধুডিহি ইত্যাদি গ্রামের মানুষের চলাচলের এটিই একমাত্র পথ। সুতীর বিধায়ক জানে আলমের অভিযোগ, তিন মাস অন্তর ফরাক্কা ব্যারেজ কর্তৃপক্ষ যে মিটিং করে সেখানে তিনি কেন্দ্রিয় জলসম্পদ মন্ত্রী প্রিয়রঞ্জন দাসমুন্সীকে এই বেহাল রাস্তার কথা জানালে ফরাক্কা ব্যারেজের জেনারেল ম্যানেজার দ্রুত রাস্তাটি মেরামতের প্রতিশ্রুতি দেন। কিন্তু ছ' মাস চলে গেলেও এ ব্যাপারে কোন হেলদোল নেই। তাই মানুষের দুর্ভোগও সমানে চলছে বলে জানে আলমের আক্ষেপ।

নির্বাচন কমিশনারের নির্দেশ ঘিরে ব্লকে সভা

নিজস্ব সংবাদদাতা ঃ আসন্ন বিধানসভা নির্বাচনকে ঘিরে নির্বাচন কমিশনারের কিছু জরুরী নির্দেশের প্রেক্ষিতে গত ২২ ডিসেম্বর রঘুনাথগঞ্জ-২ ব্লকের বিডিও সমনজিৎ সেনগুপ্ত বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের প্রতিনিধিদের নিয়ে এক সভা করেন তাঁর দপ্তরে। আর এস পি, বি জে পি এবং সি পি আই বাদে অন্য কোন দল ঐ সভায় আসেনি। নির্বাচন কমিশনারের প্রধান তিনটি নির্দেশ সভায় বিশেষভাবে আলোচিত হয়। তারমধ্যে *পোলিং বুথের ২০০ মিটারের মধ্যে কোন রাজনৈতিক দলের অফিস থাকলে তা সরিয়ে নিতে হবে। *দোতলায় কোন বুথ থাকলে সেটাকে বাতিল করে একতলায় বুথের ব্যবস্থা করতে হবে। (শেষ পৃষ্ঠায়)

জরুর পঞ্চায়েত এলাকায় আরও একটি পোষ্ট অফিসের দাবী

নিজস্ব সংবাদদাতা ঃ রঘুনাথগঞ্জ-১ ব্লকের জরুর গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকার ৮-৯টি গ্রামের মানুষ বছর দুয়েক আগে 'শ্রীকান্তবাটী' নামে ঐ এলাকায় একটি পোষ্ট অফিস খোলার তাগিদে রুট প্রিন্টসহ আবেদন জানান। পোষ্ট অফিসের গুরুত্ব উপলব্ধি করানোর প্রয়োজনে আবেদনের সঙ্গে স্থানীয় সাংসদ, বিধায়ক ও পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতির সুপারিশও পাঠানো হয়। কিন্তু দীর্ঘদিন চলে গেলেও পোষ্ট অফিস খোলার ব্যাপারে কোন সবুজ সংকেত পাননি উদ্যোক্তারা। এদিকে ব্যাপক এলাকার ডাক পরিষেবা সামাল দিতে 'ঘোড়শালা' পোষ্ট অফিস প্রতিনিয়ত হিমসিম খাচ্ছে। 'শ্রীকান্তবাটী' পিসিও চালু হলে ঐ এলাকার ১৫-১৬ হাজার মানুষ সুষ্ঠুভাবে ডাক পরিষেবা পেতে পারেন।

সর্ব্বেভ্যো দেবেভ্যো নমঃ

জঙ্গিপুর সংবাদ

১৯শে পৌষ, বুধবার, ১৪১২ সাল।

॥ ২০০৬ স্বাগতম্ ॥

একটি বৎসর অতিক্রান্ত হইল। ইংরাজী নূতন বর্ষারম্ভ হইয়াছে। এই নববর্ষে মানুষের মনে নানা সুখ-দুঃখের চিন্তা-ভাবনা। বিদায়ী বর্ষ কাহারও ভাল, কাহারও খারাপ গিয়াছে। সংসার-জ্বালার প্রাত্যহিকী বিভিন্ন মানুষের মনে বিভিন্ন-ভাবে রেখাপাত করিয়াছে।

বিগত বর্ষে সুনামির ভয়ংকর অভিজ্ঞতা লইয়া মানুষের মন তোলপাড় হইয়াছিল। সমুদ্রতলের প্রবল ভুকম্পন যে বিরাট ক্ষয়ক্ষতির সৃষ্টি করে, আজিও তাহা পুরামাত্রায় বজায় রহিয়াছে। কী সমুদ্রতল, কী সমুদ্রপৃষ্ঠ, সর্বত্র মানুষ অশেষ দুঃখ ভোগ করিয়াছে। সুনামির তান্ডবে মানুষ জর্জরিত হইয়াছে। প্রকৃতির রুদ্ররোষে মানুষ কতখানি অসহায় অবস্থায় দিনাতিপাত করে, সুনামি তাহার প্রকৃষ্ট উদাহরণ। বাসস্থান, জমির ফসল প্রভৃতি নিশ্চিহ্ন হইয়াছে ভূমিকম্পে ও জলোচ্ছ্বাসে। প্রতিকার করিবার কোনও উপায় নির্ধারণ করা সম্ভব হয় নাই। এখনও যখন-তখন মানুষ সুনামির ভয়ে আতঙ্কগ্রস্ত।

এই অবস্থা লইয়া ২০০৬ সাল আরম্ভ হইয়াছে। ইংরাজী নববর্ষ মানুষের কাছে হয়ত শান্তির বাণী শুনাইবে, তাহার যাবতীয় অতীত দুঃখকষ্ট সে ভুলিয়া থাকিতে চাহিবে। তাই আবার নূতন করিয়া সংসারের কাজকর্মে সে নিজেকে নিয়োজিত করিবে।

আমাদের প্রতিবেশী দেশসমূহের সহিত আমাদের সম্পর্ক কেমন দাঁড়াইবে, তাহারও বিষয় ভাবিতে হয়। বাংলাদেশ, নেপাল, চীন প্রভৃতি দেশগুলি ভারতের সহিত সম্প্রীতি লইয়া চলিবে, ইহাই প্রত্যাশিত। ইহার অভাব ঘটিলে অশান্তি বাড়িয়া যাইবে। নববর্ষ সকলকে প্রীতি-ভালবাসার আশ্বাস দান করুক, এই কামনা সকলেই করিতেছে।

জন্মলগ্ন অনুসারে মানুষের বৎসর কেমন যাইতে পারে, তাহার জ্যোতিষ আলোচনা পন্ডিতেরা করিয়া থাকেন। ২০০৬ সাল কাহার কাছে কী বার্তা আনিবে, তাহা জানিবার আগ্রহ প্রত্যেকের হইতে পারে। লাগ্নিক বিচার এই প্রসঙ্গে উল্লেখ্য। মেষ-বৃষাদি দ্বাদশ রাশির প্রভাব জাতকের উপর কেমনভাবে পড়িবে এবং তাহার ফলাফলই বা কী হইবে, তাহার প্রেক্ষিতে মানুষ সারা বৎসরে তাহার দিন কেমন কাটিবে, সেই চিন্তা করিয়া থাকে।

আলোচ্য ২০০৬ সাল সকলের আশা-আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ করুক, এই কামনা সকলেরই। সবাই সুস্থদেহে আনন্দে থাকুন, ইহাই কাম্য। আমাদের পত্রিকার গ্রাহক-অনুগ্রাহক, বিজ্ঞাপনদাতা, পৃষ্ঠ-পোষক—সকলের মঙ্গল হউক, সকলেই আনন্দে থাকুন, এই শুভকামনা জানাইতেছি। ২০০৬ সাল কল্যাণকর হউক।

নববর্ষের নতুন ভাবনা

কৃশানু ভট্টাচার্য্য

প্রখ্যাত নাট্যকার হ্যারল্ড পিন্টার কিংবা কবি সন্দীপন চট্টোপাধ্যায় বা আপনার মাসিমা কিংবা আমার বাবা—কেউ নিয়মতান্ত্রিক জীবনে অভ্যস্ত কেউ অসংযমী—কিন্তু দিন শেষে আকবর বাদশা থেকে হরিপদ কেরাণীর আজ বোধহয় কোনো ভেদ নেই। সবাই এক নৌকার যাত্রী। কিংবা জীবন নৌকা সাগরে মেশার আগে বোধহয় একই খাঁড়ি ধরে এগিয়ে যায়—সে খাঁড়ির নাম কর্কট। ঠিক ধরেছেন—ক্যানসার বা কর্কট বর্তমান সামাজিক অবস্থানের বা আমাদের প্রতি-দিনের জীবনের এক অনাহুত অতিথি যা প্রতিনিয়ত কেড়ে নিয়ে যায় আমাদের প্রিয়জনকে, ভালোলাগার, ভালোবাসার মানুষজনকে। শুধু আমাদের দেশেই নয়—এদেশে, ওদেশে, এই মহাদেশে, অন্য মহাদেশে সর্বত্র এই রোগ আজ দুঃশ্চিন্তার কারণ।

সম্প্রতি ইন্টারন্যাশানাল এটমিক এনার্জি এজেন্সি বা আই, এ, ই, এ একটি সমীক্ষা করেছে। ২০১৫ এর মধ্যে প্রতি বছর উন্নয়নশীল বিশ্বে এক কোটি মানুষ এই ক্যানসার রোগে আক্রান্ত হবেন। আর সবচেয়ে অসহায় অবস্থা এটাই যে, এদের এই রোগের জন্য প্রয়োজনীয় চিকিৎসা করার সামর্থ্য থাকবে না। কারণ একটাই বৈষম্য। যেমন ওয়ার্ল্ড হেল্থ অর্গানাইজেশন হিসাব দিয়েছে যে উন্নত বিশ্বে প্রতি ২·৫ লক্ষ মানুষের জন্য একটি রেডিয়েশন মেশিন পাওয়া গেলেও উন্নয়নশীল দেশে ১০ কিংবা ২০ লক্ষ মানুষ প্রতিও একটি মেশিন নেই। কাজেই অসুস্থ মানুষ অসহায় অবস্থায় মারা যাবেন। আই এ, ই, এ এর নির্দেশক মহম্মদ এল ধারাকেই সম্প্রতি মন্তব্য করেছেন, উন্নয়নশীল দেশে ক্যানসার চিকিৎসাতে একটা উপকরণের অভাবজনিত অসুবিধা আছে এবং তা প্রতি বছর বৃদ্ধি পাচ্ছে। বারাকেই আরও বলেছেন, রেডিয়েশন-এর সুবিধা পেলে ৫০ থেকে ৬০ শতাংশ রোগী সুস্থ হতে পারে।

অবস্থা আরও অবর্ণনীয় পিছিয়ে পড়া দেশগুলিতে। ইথিওপিয়াতে বাস করেন ৬ কোটি মানুষ। সেখানে পরিকাঠামো রয়েছে মাত্র একটি স্থানে। সে দেশের মহিলাদের মধ্যে ক্যানসারের সম্ভাবনা অন্য দেশের তুলনায় চারগুণ বেশী। কিন্তু সেখানে চিকিৎসা অপ্রতুল। শ্রীলঙ্কাতে বাস করেন ১ কোটি ৯০ লক্ষ মানুষ। সেখানে ২০০২ তে ক্যানসার আক্রান্ত মানুষের সংখ্যা আড়াই হাজার। ১৯৯২ এর তুলনায় এই পরিমাণ ১০০ গুণ বেশী। কান্ডি জেনারেল হাসপাতাল ছাড়া সে দেশে কোনো স্থানে এই চিকিৎসার পরিকাঠামো নেই। আরেক প্রান্তবাসী দেশ ব্রাজিলেও প্রতি বছর বাড়ছে ক্যানসারে আক্রান্ত ও মৃতের সংখ্যা। সেখানেও সমস্যা দেখা দিয়েছে চিকিৎসার ব্যবস্থা নিয়ে।

ভারতেও কিন্তু আমরা ভালো নেই। বোম্বাইতে টাটা মেমোরিয়াল হাসপাতাল কিংবা কলকাতার চিত্তরঞ্জন ক্যানসার হাসপাতাল কিংবা ঠাকুরপুকুরের ক্যানসার হাসপাতাল ছাড়া বিশেষ চিকিৎসা কেন্দ্র আমাদের আয়ত্ত্বের মধ্যে জানা নেই। আর যা আছে তা পকেটের সঙ্গে অনেক সময়েই সাহস ও সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়। কাজেই এগিয়ে আসতে হবে সবাইকেই। বেসরকারী স্তরে কখনও সরকারী সাহায্য নিয়েও নিতে হবে উদ্যোগ। পারবো না-তা নয়—পারতেই হবে। ১৯২২ সালে ভারতের বুকে প্রথম জনস্বাস্থ্য আন্দোলন সংগঠিত করে ম্যালেরিয়ার মতো সে কালের ভয় পাওয়ানো রোগকে তো আমরাই প্রতিরোধ করেছিলাম। যক্ষ্মা রোগকে নির্মূল করতে না পারলেও বেশ দমিয়ে তো দিয়েছি আমরাই। তাই এই মারণ ব্যাধির বিরুদ্ধেও লড়তে হবে—একটা প্রতিরোধ গড়তে হবে। না হলে আমাদের চারপাশ বড় শূন্য হয়ে যাবে। বোধহয় আমরা কেউই বলতে চাই না—"আমরা সব নেই রাজ্যের বাসিন্দা।"

ভাগীরথী ব্রীজের ফুটপাতে মরণ ফাঁদ

নিজস্ব সংবাদদাতাঃ জঙ্গিপুর ভাগীরথী ব্রীজের ওপর ফুটপাত ধরে মানুষের চলাচল বর্তমানে বিপদজনক হয়ে পড়েছে। ব্রীজের ওপর দিয়ে টেলিফোনের তার নিয়ে যেতে গিয়ে একদিকের ফুটপাতের দুটো পাটাতনের বেশ কিছুটা অংশ ভেঙে যায়। সেখানে গর্তের সৃষ্টি হয়েছে। অন্যমনস্ক হয়ে বা রাতের অন্ধকারে চলাচল করতে গিয়ে পা ঢুকে প্রায় সময় পথচারীরা জখম হচ্ছেন। এ ব্যাপারে কর্তৃপক্ষের জরুরী ব্যবস্থা নেয়া প্রয়োজন।

জঙ্গিপুর আরবানে এ বছর আয় ৪৩ লক্ষ

নিজস্ব সংবাদদাতা ঃ রঘুনাথগঞ্জ ভাগীরথী লজে সম্প্রতি জঙ্গিপুর আরবান কোঃ অপারেটিভ ক্রেডিট সোসাইটি লিমিটেডের নবম বার্ষিক সাধারণ সভা অনুষ্ঠিত হয়। সরকারী অডিট দপ্তরের প্রতিনিধিদের উপস্থিতিতে ২০০৪-০৫ এ আরবানের রঘুনাথগঞ্জ ও জঙ্গিপুর শাখায় ৪৩ লক্ষ টাকা আয় ঘোষণা করা হয়। মোট লেনদেনের পরিমাণ ছিল প্রায় ১৮ কোটি টাকা। এক সাক্ষাৎকারে ঐ সংস্থার ম্যানেজার শঙ্খনাথ চ্যাটার্জী জানান, রঘুনাথগঞ্জ শহরে ১৫ লক্ষ টাকা ব্যয়ে আরবানের নিজস্ব বিল্ডিং কেনার সিদ্ধান্ত নেয়া হয়েছে। এছাড়া উমরপুর এলাকায় আরও একটি শাখা খোলার প্রস্তুতিও চলছে।

টেণ্ডার বাতিলের বিরুদ্ধে হাইকোর্ট

নিজস্ব সংবাদদাতা ঃ সামসেরগঞ্জ সুসংহত শিশু বিকাশ প্রকল্পের এক টেন্ডারে বে-নিয়মের অভিযোগ এনে বাসুদেবপুর ন্যাশানাল কনজিউমারস কো অপারেটিভ সোসাইটিকে বাতিল করে দেন সংশ্লিষ্ট আধিকারিক। এই টেন্ডারে সর্বনিম্ন দর ন্যাশানাল কনজিউমারস কো অপারেটিভের থাকলেও টেন্ডার পেপারে ঐ সংস্থার সম্পাদকের পরিবর্তে সভাপতি স্বাক্ষর করায় টেন্ডারটি বাতিল হয় বলে জানা যায়। আমাদের প্রতিনিধি বাসুদেবপুরে গিয়ে ন্যাশানাল কনজিউমারস কোঃ অপারেটিভের কোন সন্ধান পাননি। স্থানীয় মানুষও কিছু বলতে পারেননি। শেষে আই সি ডি এস অফিসে খোঁজ করতে গিয়ে ঐ অফিসের সিঁড়ির নিচ থেকে ন্যাশানাল কোঃ অপারেটিভের একটি সাইন বোর্ড উদ্ধার করেন। উল্লেখ্য, ন্যাশানাল কনজিউমারস কোঃ অপারেটিভ এর সভাপতি সুনীল চৌধুরীর সঙ্গে এর আগে সুতী-২ এর আই সি ডি এস অফিসারের সঙ্গেও গন্ডগোল বাধে। এই নিয়ে জেলা পর্যায়ে তদন্তও হয় সেই সময়।

বিদ্যুৎ বিল দিতে গিয়ে হয়রানি বাড়ছে

নিজস্ব সংবাদদাতা ঃ সাগরদীঘির বিদ্যুৎ অফিসটি সন্তোষপুর গ্রামের শেষ প্রান্তে চলে যাওয়ায় গ্রাহকদের হয়রানি যেমন বেড়েছে তেমনি দপ্তরের কর্মী পরিষেবায় মানুষকে রীতিমত অসুবিধায় ফেলেছে। গ্রাহকদের অভিযোগ, ষ্টেশন সুপারিনটেনডেন্ট না থাকলে বিলের টাকা জমা নেন জনৈক কর্মী দাসবাবু। তিনি এগারটার আগে অফিসে আসেন না। কাউন্টার খোলেন সাড়ে এগারটায়। এদিকে সকাল ন'টা থেকে দূর দূর গ্রাম থেকে লোক এসে লম্বা লাইনে ভিড় করেন। উক্ত বিদ্যুৎ কর্মীর বিরুদ্ধে অসাধুতার অভিযোগও আনেন অনেক গ্রাহক।

প্রতিবন্ধী দিবস পালন

নিজস্ব সংবাদদাতা ঃ রঘুনাথগঞ্জের শ্রীমা শিল্প নিকেতনের উদ্যোগে গত ৩ ডিসেম্বর 'প্রতিবন্ধী দিবস' পালন করা হয়। সভায় এই সংস্থার উদ্দেশ্য ও ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা নিয়ে বক্তব্য রাখেন অনুষ্ঠানের সভাপতি মুক্তিপ্রসাদ ধর, অজিত মন্ডল, কাশীনাথ ভকত, বিজয় মুখার্জী, প্রভাত বিশ্বাস প্রমুখ। উল্লেখ্য, কেন্দ্রীয় সরকারের সহায়তায় এই মহকুমায় সারা বছরে প্রায় তিন হাজার প্রতিবন্ধীর মধ্যে ট্রাই সাইকেল, হুইল চেয়ার, কানে শোনার যন্ত্র ইত্যাদি দেয়া হয়। এই কর্মযজ্ঞে ডিপ্রেস ক্লাসেস এর অশোক দাস, কাশীনাথ ভকত এবং নোডাল অফিসার শম্ভু দাস আন্তরিক-ভাবে সহযোগিতা করেন। এই প্রসঙ্গে আরও জানা যায়, শ্রীমা শিল্প নিকেতনের উদ্যোগে এন জি ওর মাধ্যমে এখানে প্রতিবন্ধী-দের জন্য একটি বৃদ্ধাবাস খোলারও প্রস্তুতি চলছে।

পাকা রাস্তা হলে দীর্ঘদিনের দুঃখ ঘুচবে

নিজস্ব সংবাদদাতা ঃ সারগদীঘি ব্লকের গাদি থেকে আজিমগঞ্জ এবং বালিয়া থেকে পিলকী নওপাড়া হয়ে হরহরি ও পরে যুগোর কড়াইয়া হয়ে মোরগ্রাম পর্যন্ত একটি বিশাল পাকা রাস্তা বানানোর জন্য মাপজোক শুরু করেছে প্রধানমন্ত্রী সড়ক যোজনার সহায়তায় সংশ্লিষ্ট দপ্তর। ঐ রাস্তাটি হলে বহু গ্রামের মানুষ প্রভুত উপকৃত হবেন এবং এটা দীর্ঘদিনের দাবী। পাশাপাশি এটাও লক্ষ্য রাখা দরকার গঙ্গা অববাহিকায় যেমন জলবিভাজিকা প্রকল্পের কাজ খুঁড়িয়ে চলছে, গঙ্গা থেকে ৫/৬ কিমি দূরের গ্রামগুলির পানীয় জল কতটা আর্সেনিক মুক্ত। পানীয় জলের সমস্যা রাঢ় এলাকায় মার্চ থেকে ৬ মাস প্রতি বছরের বাঁধাধরা ব্যাপার। পরিস্রুত জলের ও টিউবওয়েল সংস্কারের ব্যাপক প্রয়োজন। এখনই প্রায় প্রতিটি গ্রামের ২৫ ভাগ টিউবওয়েল খারাপ।

ভারত সেবাশ্রম সংঘের বস্ত্র বিতরণ অনুষ্ঠান

নিজস্ব সংবাদদাতা ঃ সাগরদীঘি থানার প্রত্যন্ত এলাকা বালিয়া গ্রাম পঞ্চায়েতের নওপাড়া গ্রামে দুঃস্থ আদিবাসী ও তপশীলি পরিবারদের মধ্যে গত ১৮ ডিসেম্বর জঙ্গিপুর হিন্দু মিলন মন্দিরের সহযোগিতায় এক অনাড়ম্বর অনুষ্ঠানে জঙ্গিপুর হিন্দু মিলন মন্দিরের সম্পাদক নীহার সরকার ও স্বামী উৎপলানন্দজী মহারাজ বস্ত্র বিতরণ করেন। স্থানীয় স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা নওপাড়া অনুন্নত ও বনবাসী কল্যাণ আশ্রমের সদস্যরা অনুষ্ঠানটিকে সুশৃঙ্খল রাখার জন্য সর্বতোভাবে সাহায্য করে। উল্লেখ্য, ঐ স্বেচ্ছাসেবী সংস্থাটি গ্রামে চোলাই মদ তৈরীর বিরোধিতা, মহিলা স্বয়ম্ভর গোষ্ঠী তৈরী, রক্ত পরীক্ষা, যোগশিক্ষা কেন্দ্র এবং সন্ধ্যায় নিরক্ষরতা দূরীকরণে নৈশ বিদ্যালয় ইত্যাদি গঠনমূলক কাজ নীরবে চালিয়ে যাচ্ছে। প্রচারের যুগে এই সেবাকার্য্য অবশ্যই প্রশংসনীয়।

আমাদের প্রচুর ষ্টক—
তাই মাঘ ফাল্গুনের বিয়ের কার্ড পছন্দ
করে নিতে সরাসরি
চলে আসুন।

॥ কার্ডস ফেয়ার ॥
(দাদাঠাকুর প্রেস)
রঘুনাথগঞ্জ (ফোন ঃ ২৬৬২২৮)

যত্ন সহকারে কনে/বৌ সাজানো, মেহেন্দী পরানো ও
তত্ত্ব সাজানো হয়।
শান্তি সাহা
ইউ বি আই-এর সন্নিকটে গলির ভেতর
রঘুনাথগঞ্জ ম্যাকেঞ্জি রোড

বাড়ী বিক্রয়
রঘুনাথগঞ্জ হরিদাসনগরে সাড়ে চার শতক জায়গার ওপর একটি দোতলা বাড়ী বিক্রী আছে। যোগাযোগের ঠিকানা—
পরমজ্যোতি দত্ত (বুড়ো)
রঘুনাথগঞ্জ হরিদাসনগর ॥ ফোন ঃ ০৩৪৮৩/২৭৩৬৫০

পুষ্প প্রদর্শনী ও সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতা

নিজস্ব সংবাদদাতা ঃ রঘুনাথগঞ্জ গণনাট্য সংঘের উদ্বোধনী সঙ্গীতের মধ্যে দিয়ে শুরু হলো রঘুনাথগঞ্জ-২ ব্লকের জোতকমল নবতরুণ সংঘের পাঁচদিনব্যাপী চতুর্দশ বর্ষ পুষ্প প্রদর্শনী ও সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতা ক্লাবের নিজস্ব মাঠে। উদ্বোধন করলেন জঙ্গিপুরের পৌরপ্রধান মৃগাঙ্ক ভট্টাচার্য্য। স্থানীয়ভাবে সংগ্রহ করা নানা রকম ফুলের বৈচিত্র্য সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করলেও বিভিন্ন রকম সবজির সমারোহও মনে রাখার মত। নবতরুণ সংঘের সভাপতি পার্থ দাস এক সাক্ষাৎকারে জানান, প্রথম দু'এক বছর অল্প কিছু সরকারী সাহায্য পাওয়া গেলেও বর্তমানে কোন সাহায্যই পাওয়া যায় না। মেলা এবং প্রদর্শনীর নামমাত্র প্রবেশ মূল্যের সংগৃহীত অর্থ থেকে প্রয়োজনীয় খরচের সংস্থান হয়। দেশী গাঁদা ফুলে প্রথম ও দ্বিতীয় মনোনীত হন দীপক দাস এবং তৃতীয় মিহির দাস। পুষ্প প্রদর্শনীকে আকর্ষণীয় করার উদ্দেশ্যে প্রতিদিন উদ্যোক্তারা সাংস্কৃতিক ও প্রতিযোগিতামূলক অনুষ্ঠানের আয়োজন করেন। মৃগাঙ্ক ভট্টাচার্য্য তাঁর ভাষণে প্রতি বছর এই আনন্দঘন পরিবেশের আয়োজন করার জন্য উদ্যোক্তাদের প্রশংসা করেন।

বড়দিন উপলক্ষ্যে চার্চে উৎসব

নিজস্ব সংবাদদাতা ঃ বৈচিত্র্যময় অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে সাগরদীঘির মনিগ্রাম ক্যাথলিক চার্চে গত ২৫ ডিসেম্বর বড়দিন উৎসব পালিত হয়। এই উপলক্ষ্যে চার্চের মধ্যে বেথলেহেমের অনুকরণে আস্থাবল ও সেখানে সদ্যজাত প্রভু যীশু ও মা মেরীর মূর্তি স্থাপন করা হয়। ট্রেনে-বাসে ও পায়ে হেঁটে বহু দর্শনার্থী ভিড় করেন চার্চে। আদিবাসীরা নাটকও প্রদর্শন করেন।

॥ জরুরী আনন্দ সংবাদ ॥

শ্রীমা শিল্প নিকেতন

প্রশিক্ষণ অফিস ঃ বাণীপুর, পোঃ ঘোড়শালা (মুর্শিদাবাদ)

রেজিঃ নং—এস/৮২৭৮৮

১। ২০০৬-২০০৭ সেসনে ভারত সরকারের ভি, আর, সি (প্রতিবন্ধী) সহায়তায় ২৫ জন ছাত্র ও ২৫ জন ছাত্রীর বিভিন্ন হস্তশিল্প প্রশিক্ষণ প্রকল্প শুরু হচ্ছে। দরখাস্ত জমা দেওয়ার শেষ তারিখ—৩১/১/২০০৬।

২। সাধারণ মাধ্যমিক ছাত্রছাত্রীদের মেডিকেল স্বাস্থ্যকর্মী প্রশিক্ষণ (*C. M. S. & E. D. T*), গ্রামীণ নার্স প্রশিক্ষণ জন্য ভর্তি চলছে। অবিলম্বে যোগাযোগ করুন—

শ্রীমা শিল্প নিকেতন ॥ ফোন ঃ ২৬৬২৩৯, ২৭১০৬৫, ২৬৭১৪৮

পরম্পরা

১ম বর্ষ পুনর্মিলন উৎসব '০৬ ☐ বাংলা বিভাগ

জঙ্গিপুর কলেজ * মুর্শিদাবাদ

তারিখ ঃ ২৬ জানুয়ারী ২০০৬ বৃহস্পতিবার

স্থান ঃ কলেজ প্রাঙ্গণ

বাংলা বিভাগের বর্তমান ও প্রাক্তন ছাত্র-ছাত্রীদের আগামী ১৭ জানুয়ারি '০৬ মঙ্গলবারের মধ্যে নাম নথিভুক্ত করতে বলা হচ্ছে।

যোগাযোগ ঃ পুনর্মিলন উৎসব কমিটির কার্য্যালয়
জঙ্গিপুর কলেজ ॥ মুর্শিদাবাদ
দূরভাষ ঃ (০৩৪৮৩) ২৬৭৭৮২/২৭১৫৯৬
৯৪৩৪৩১৫৬৮৪

পথ দুর্ঘটনায় প্রাথমিক শিক্ষকের মৃত্যু

নিজস্ব সংবাদদাতা ঃ ৩৪ নম্বর জাতীয় সড়কে দাসপাড়ার কাছে গত ২৬ ডিসেম্বর সকাল ১০টা নাগাদ পথ দুর্ঘটনায় মৈনাক মুখার্জী (২৬) নামে এক প্রাথমিক শিক্ষক মারা যান। জানা যায়, ঘটনার সময় মৈনাক তাঁর সাগরদীঘির বেরুলিয়া বাসভবন থেকে মোটর সাইকেলে রঘুনাথগঞ্জে ব্যাঙ্কের কাজে আসছিলেন। ঐ সময় বিপরীতমুখী একটি ম্যাটাডর নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে মৈনাকের চলন্ত মোটর সাইকেলে সজোরে ধাক্কা মারলে তিনি মাটিতে পড়ে যান। তাঁর হেলমেটটিও বিশেষভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। এর ফলে ঘটনাস্থলে তাঁর মৃত্যু হয়। তিনি অবিবাহিত ছিলেন। বোখারা হাই স্কুলের প্রাক্তন শিক্ষক ৺মণীন্দ্রনাথ মুখার্জীর একমাত্র পুত্র ছিলেন মৈনাক। তাঁর অকাল মৃত্যুতে এলাকায় শোকের ছায়া পড়ে যায়।

নির্বাচন কমিশনারের নির্দেশ (১ম পৃষ্ঠার পর)

*বুথ থেকে ২০০ মিটারের মধ্যে কোন পোস্টার বা দেওয়াল লিখন থাকলে সেটা নির্দিষ্ট দলকে মুছে ফেলতে হবে। না মুছলে বিডিওর তত্ত্বাবধানে মোছার ব্যবস্থা হবে। এর খরচ নির্দিষ্ট রাজনৈতিক দলকে বহন করতে হবে। বিডিও উপস্থিত প্রতিনিধিদের জানান, গত ৯ ডিসেম্বর এক চিঠি করে ১৬ ডিসেম্বর '০৫ এর মধ্যে প্রতিটি রাজনৈতিক দলকে বুথ থেকে তাদের পার্টি অফিসের দূরত্ব উল্লেখ করে লিখিত আবেদন জমা দেয়ার অনুরোধ করি। এবং তার পরিপ্রেক্ষিতে আজকের এই সভা। এই প্রসঙ্গে বিডিও আরও জানান, তিনি তদন্ত করে দেখেছেন মিঠিপুর, তেঘরী, কাশিয়াডাঙ্গা ও জোতকমলে একটি করে বুথ দোতলায় চালু আছে। এছাড়া বুথ থেকে ২০০ মিটারের মধ্যে যে সব পার্টি অফিস আছে সেগুলো হলো—সেকেন্দরায় ১১নং বুথ থেকে সি পি আই (এম) অফিস, মিঠিপুরে ৩১, ৬৮, ৬৯, ৭০নং বুথ থেকে সি পি আই (এম) অফিস, ২৯নং বুথ থেকে টি এম সি অফিস এবং ৬৩নং বুথ থেকে এস ইউ সি আই অফিস।

সাগরদীঘি বিডিও অফিসে দুর্নীতি (১ম পৃষ্ঠার পর)

করছেন। তাঁর মতিগতি বুঝতে পারছি না।' বিডিওকে প্রশ্ন করা হয়—কংগ্রেস পঞ্চায়েত সমিতিতে আসার পর হতে মার্কেট কমপ্লেক্সের নীচের ২০০ টাকা হারে ৩০টি ঘরের ও দোতলায় ১০০ টাকা হারে ৩০টি ঘরের মোট ৯০০০ টাকা ভাড়া আদায় বন্ধ আছে। অথচ মার্কেট কমপ্লেক্সকে আলোকিত রাখার জন্য নিয়মিত চারটি মারকারি বালব সারারাত ধরে জ্বলছে। তার বিদ্যুৎ বিলও পঞ্চায়েত তহবিল থেকে দেয়া হচ্ছে। এ প্রসঙ্গে মার্কেট কমপ্লেক্সের ঘর ভাড়া প্রায় দু' বছর ধরে অনাদায়ী থাকার কথা বিডিও স্বীকার করেন। কারণ সম্বন্ধে তিনি জানান, 'বিদ্যুৎ ও স্যানিটেশনের সমস্যা আমরা এতদিন মেটাতে পারিনি বলেই ঘর ভাড়া আদায় বন্ধ ছিল। বর্তমানে আদায় শুরু হয়েছে।' বিডিওকে প্রশ্ন করা হয়—আপনার অফিসের জনৈক চতুর্থ শ্রেণীর কর্মী কাজল সেখকে দিয়ে মাটি কাটার কাজ করাচ্ছেন। অথচ নিয়ম অনুযায়ী কোন চতুর্থ শ্রেণীর কর্মচারীকে দিয়ে আর্থিক লেনদেন সংক্রান্ত কাজ করানো যায় না। এছাড়া পঞ্চায়েত সমিতির কেরানী প্রবীর মন্ডল তার ভায়ের নামে বকলমে মাটি কাটার কাজ করছেন। এ ব্যাপারে বিডিও পরিষ্কার কোন উত্তর দেননি।

দাদাঠাকুর প্রেস এন্ড পাবলিকেশন, চাউলপট্টি, পোঃ রঘুনাথগঞ্জ (মুর্শিদাবাদ) পিন-৭৪২২২৫ হইতে স্বত্বাধিকারী অনুত্তম পন্ডিত কর্তৃক সম্পাদিত, মুদ্রিত ও প্রকাশিত।